এক সে এক

আজকালের প্রতিবেদন: অফিসে বসেই মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে জানতে পারা যাবে বাড়িতে অসুখ রাখা—মায়ের হাটবিট।একটা রিটার্ন প্যাকে থেকেই জানা যাবে সব কিছু। কেউ করেছে টর্বিট সেট মনিটরিং মেইন্টেন তো কেউ করেছে অবসরের জন্য আলামিং লাইট। এরকমই নতুন ভবনের নানাদিক প্রতিযোগিতা নিয়ে এসেছেন মেধামাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পড়ায়ার। ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দুইদিনের ‘ইন্ডিয়ান এসিলেঙ্ক চ্যালেঞ্জ ২০১৬’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক শ্রীমোহন দত্ত জননন এ ধরনের প্রতিযোগিতায় এই কলেজের প্রথম ঠিকাই। তবে আসাম পড়ায়ারের সবসময় উৎসাহ নিয়ে যাকি নতুন কিছু করার। সামাজিক মানুষের কাজ লাগবে এমন কিছু করার জন্য জোর দেওয়া হয়। পড়ায়ারের মধ্যেও উৎসাহ রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংরের ছাত্রছাত্রীরা হাতেকলমে নিজেরা কিছু করতে চান। এই প্রতিযোগিতায় ৫টি বিভাগ থেকে ২৫টি জন পড়ায়ার অংশ নিয়েছেন। এরকমের প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষের পড়ায়ারাও রয়েছে। প্রতিটি কোষাল অধ্যাপক প্রমুখের সুবিধায় কাক লাগানো যায়। তা নিয়ে প্রাক্ত তৈরি করছেন। প্রতিযোগিতার ৬ সমন্বয়ের বিবর্তনশীলতার মধ্যে রয়েছেন আর্টস ইন্সটিটিউট বাহাইস ছোটবাট রাজ্যবি চ্যাটার্জি, সমস্তের প্রাক্তন জোনালের মানুষের এন কর্নেল, আই টি সিসিটেরের প্রাক্তন জোনালের মানুষের এস এন এনার্লি, নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিন অধ্যাপক এস টেচনোল্ড, ভ্রমণ ভ্রমণ এলাকায় এম ইন্ডাস্ট্রিস থেকে নিয়ে প্রাক্ত তৈরি করছেন। বিজ্ঞানী দলকে ১৮ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। রেজিস্ট্রার গভীর দলের বর্তমা, ইঞ্জিনিয়ারিংরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু করার ইচ্ছে থাকে। তাদের সেই ইচ্ছেকে উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ।